ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ ইনস্টিটিউটসমূহে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বি.এসসি ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ

ভর্তি নির্দেশিকা

প্রযুক্তি ইউনিট

ভর্তি পরীক্ষা: ২৯ নভেম্বর ২০১৯, শুক্রবার, সকাল: ১০.০০ টা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের অধিভুক্ত সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ফরিদপুর, বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বরিশাল), **বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং** ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার), সাভার, ঢাকা, শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং শহিদুল চৌধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ইনস্টিটিউট-এ ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে (৪ বছর মেয়াদী) ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

অধিভুক্ত কলেজসমূহ

কলেজের নাম	ঠিকানা	বিষয়	ফি
সরকারী ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	খাগডাহর (রহমতপুর) ময়মনসিংহ ফোন: ০৯১-৫২১১১	ইইই, সিভিল এবং সিএসই	সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এর বিধি মোতাবেক
সরকারী ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	ফরিদপুর ফোন ০৬৩১-৬৬৩০৪, ৬৬৩০৫	ইইই, সিভিল এবং সিএসই	সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এর বিধি মোতাবেক
সরকারী বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	বরিশাল ফোন: ০২-৯১০৩৯৫৬	ইইই এবং সিভিল	সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এর বিধি মোতাবেক
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার) (বেসরকারী)	নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা মোবাইল ফোন: ০১৭৫৫০৬০২৭৫, ০১৮২০০০৮৮৭৬	বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং (আইপিই), ইইই, সিএসই, ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং (এফডিএই)	৪ বছরে কোর্স ও অন্যান্য ফি সকল কোর্সের জন্য ৪,৭৫,০০০/- শুধুমাত্র এফডিএই এর জন্য ৪৫৫০০০/- রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষার ফি ব্যতিত)
শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বেসরকারী)	১৪/২৬ শাহজাহান রোড (টাউন হল), মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ফোন: ৯১৩৩৪৫৩, ০১৭১৯৭৩১৪০৭ ০১৭১৫১৫২৭৪৭	বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং	৪ বছরে কোর্স অন্যান্য ফিসহ ৪,৫৩,০০০/- (রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষার ফি ব্যতিত)
শহিদুল চৌধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বেসরকারী)	মামুদপুর, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর। মোবা: ০১৭৬৮৭১০২৫৫	ইইই, সিভিল	৪ বছরে কোর্স ও অন্যান্য ফিসহ ৪,৮০,০০০/- (রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষার ফি ব্যতিত)

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ইনস্টিটিউটসমূহ

ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি একটি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ময়মনসিংহ (সদর) শহর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে খাগডহর (রহমতপুর) এ অবস্থিত। অত্র কলেজটি ১১ এপ্রিল ২০০৭ সাল হতে প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করে। দেশে প্রকৌশল শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর প্রকল্পের মাধ্যমে কলেজের যাত্রা শুরু করা হয়।

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের অধীনে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। উক্ত কলেজেটিতে বর্তমানে ৩টি বিভাগ চালু রয়েছে : (১) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগ, (২) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (সিই) বিভাগ, (৩) কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগ। প্রতি একাডেমিক সেশনে প্রতি বিভাগে ৬০ জন করে মোট ১৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুয়োগ আছে।

প্রশাসনিক ভবন

অত্র কলেজে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সর্বমোট ৯টি সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত ল্যাব রয়েছে। এছাড়াও বিভাগের বিভাগীয় সেমিনার ও লাইব্রেরী এবং আধুনিক শিক্ষা উপকরণ সমৃদ্ধ ক্লাশ ও স্বনামধন্য শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা শিক্ষা কার্যক্রম চলমান।

ই.ই.ই. ভবন

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সর্বমোট ১০টি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ল্যাব রয়েছে। যেখানে Structural Lab ও Geo-Technical Lab বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সিভিল ভবন

কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সর্বমোট ১০টি সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত ল্যাব রয়েছে। এছাড়াও বিভাগের বিভাগীয় সেমিনার ও লাইব্রেরী এবং আধুনিক শিক্ষা উপকরণ সমৃদ্ধ ক্লাশ ও স্বনামধন্য শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা শিক্ষা কার্যক্রম চলমান।

সি.এস.ই ভবন

কলেজটিতে ৫তলা বিশিষ্ট লাইব্রেরী রয়েছে, যেখানে বিশ্বমানের বই, জার্নাল, নামকরা গবেষকদের গবেশনা পান্ডুলিপি ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার উল্লেখযোগ্য। সেখানে একটি ৩০০ আসনবিশিষ্ট অডিটরিয়াম রয়েছে।

কলেজ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ website: www.mec.ac.bd

E-mail: mec.ac.bd@gmail.com

ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধিভুক্ত কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন একটি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কলেজটি ফরিদপুর শহর থেকে মাত্র ২.৭ কি.মি . দূরে অবস্থিত। কলেজটি ২০১০ সালে ৫ একর জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১৩ সাল থেকে এর একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়। কলেজটির একাডেমিক কার্যক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের অধীনে এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত হয়। কলেজটি ছায়াঘেরা পরিবেশ, চারদিকের খোলামেলা পরিবেশ এবং কলেজের সুন্দর ডিজাইন করা ১০ টি বড় বড় বিল্ডিং আছে, যাহা যে কোন মানুষের মনকে মুগ্ধ করবে। অত্র কলেজে ৫ তলা বিশিষ্ট ৩(তিন) বিভাগের জন্য ৩ (তিন) টি একাডেমিক ভবন, ৫ তলা বিশিষ্ট ২ টি ছাত্র হোস্টেল এবং ১ টি ছাত্রীনিবাস রয়েছে। এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের থাকার সুব্যবস্থা রয়েছে। কলেজটিতে ১ টি লাইব্রেরী ও ১ অডিটোরিয়াম আছে।

একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনসমূহ

এছাড়া একটি প্রশাসনিক ভবন, ব্যাংক, ডাকঘর, ক্যান্টিনের জন্য দ্বিতলা ভবন এবং অধ্যক্ষের জন্য দ্বিতলা বাসভবন রয়েছে। ৩ তলা বিশিষ্ট মসজিদের কাজ চলামান রয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে কলেজটি উচ্চ গতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে। শুধু পড়াশুনা নয় বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক ও গবেষণার ক্ষেত্রে কলেজটি পিছিয়ে নেই। কলেজটিতে ডিবেটিং ক্লাব, গবেষণা ক্লাব, রোভার স্কাউট, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং কালচারাল ক্লাব রয়েছে। ২০১৮ সালে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় ফরিদপুরের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি সর্বশ্রেষ্ট হবার গৌরব অর্জন করেছে। অত্র কলেজে ৩ টি বিভাগে ল্যাব পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত পরিমান মালামাল ও যন্ত্রপাতি রয়েছে। কলেজটিতে বর্তমানে বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, বিএসসি ইন ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এই ০৩(তিন) টি বিভাগের কার্যক্রম চালু আছে । প্রতি বিভাগে ৬০ টি করে মোট ১৮০ (একশত আশি) টি আসন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিএসসি ইন ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে কলেজটিতে প্রায় ৫৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যায়ন করছে । নিয়োগপ্রাপ্ত, খন্ডকালীন এবং

গেস্ট টিচার সহ প্রায় ৩০ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা আছে। ইতিঃমধ্যে ২০১৭ সনে অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৯৮% ছাত্র-ছাত্রী বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

কলেজ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ০৬৩১-৬৬৩০৪, ০৬৩১-৬৬৩০৫

website: www.fec.ac.bd, **E-mail:** principal.fec@gmail.com

বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি একটি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এটি ৮ একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিভাগীয় শহর বরিশাল থেকে প্রায় ১৩ কি: মি: পূর্বে বন্দর থানাধীন উত্তর দূর্গাপুরে বরিশাল -ভোলা মহাসড়কের পাশে অবস্থিত। অত্র কলেজটি দেশে প্রকৌশল শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রাণালয়ের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর প্রকল্পের মাধ্যমে কলেজের যাত্রা শুরু হয়। ১৬ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রি: হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত হয়ে ২০১৭-১৮ সেশনে ভর্তির অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়েছে। এ কলেজটিতে বর্তমানে ২টি বিভাগে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়: (১)

ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগ (২) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (সিই) বিভাগ। প্রতি একাডেমিক সেশনে প্রতি বিভাগে ৬০ জন করে মোট ১২০ জন ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির সুযোগ আছে। কলেজটিতে একটি প্রশাসনিক ভবন, চারটি একাডেমিক ভবন, একটি ৪০০ সিটের ছাত্রাবাস ও একটি ১০০ সিটের ছাত্রীনিবাস আছে। তাছাড়া শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য পৃথক পৃথক আবাসিক ভবন রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি শহরের কোলাহল এবং যানজট মুক্ত গ্রামিন প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে অবস্থিত হওয়ায় মেধা ও মননে পরিশীলিত হওয়ার পরিবেশ বিদ্যমান। ছাত্র-ছাত্রীদের মানসম্মত শিক্ষাদানের জন্য বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কর্মকমিশন কতৃক নিয়োগকৃত এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছেন।

১ম বর্ষে ভর্তিকৃত ছাত্রদের মধ্যে মেধার ভিত্তিতে এবং ২য় বর্ষ হতে উপস্থিতি ও সেমিস্টার পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে যোগ্যতা সম্পন্ন সকল ছাত্র ছাত্রীকে হোস্টেলে আবাসন সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে ছাত্র হোস্টেলে সর্বমোট ৪০০ ছাত্রের আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। ছাত্রী হোস্টেলে সর্বমোট ১০০ জন ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। মাল্টিপারপাস ভবনে অত্যাধুনিক কম্পিউটার দ্বারা সজ্জিত কম্পিউটার ল্যাব, সার্ভার রুম এবং ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকগণের পড়াশুনার জন্য একটি সমৃদ্ধশালী লাইব্রেরী আছে। ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগে ০৭ (সাত)টি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (সিই) বিভাগে ০৭ (সাত)টি এবং নেভাল আর্কিটেকচার এন্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং (এনএএমই) বিভাগে ০৮(আট)টি ল্যাবসহ ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য প্রত্যেক বিভাগে যথেষ্ঠ পরিমান মর্ডান ইকুইপমেন্টস সুসজ্জিত আছে।

কলেজ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্যঃ website: www.barisal-eng.edu.bd,
E-mail: barisal.eng@gmail.com

National Institute of Textile Engineering and Research (NITER)

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার)

নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদানকল্প একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা বর্তমানে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আলোকে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তা সংগঠন 'বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ এসোসিয়েশন (বিটিএমএ)' এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ' - এর অধীনে নিটারে ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষ থেকে ৪ বছর মেয়াদী 'বি.এসসি. ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং', ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষ হতে 'বি. এসসি. ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং (আই.পি.ই)', ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষ হতে 'বি. এসসি. ইন ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং (এফডিএই)' কোর্স চালু রয়েছে এবং ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ হতে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) ও ইলেকট্রিক্যাল এন্ড

ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) কোর্স চালু করা হয়েছে। উল্লেখিত কোর্স সমূহের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ও কোর্স ফি নিম্নরূপঃ

নং	কোর্স সমূহ	আসন সংখ্যা	৪ বছরের টিউশন ফি ও অন্যান্য (রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষা ফি ব্যতীত)
১.	বি.এসসি. ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিঃ (ইয়ার্ন, ফেব্রিক, অ্যাপারেল, ওয়েটপ্রসেসিং)	২৭৫	৪,৭৫,০০০/-
২.	বি.এসসি. ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিঃ (আইপিই)	১২৫	৪,৭৫,০০০/-
৩.	বি.এসসি. ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিঃ (সিএসই)	৬০	৪,৭৫,০০০/-
৪.	বি.এসসি. ইন ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিঃ (ইইই)	৬০	৪,৭৫,০০০/-
৫.	বি.এসসি. ইন ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড অ্যাপারেল ইঞ্জিঃ (এফডিএই)	৭৫	৪,৫৫,০০০/-

নিটারে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যয়নকৃত সর্বোচ্চ মেধাবী ও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় তথা আমেরিকা, জাপান, জার্মানী, কোরিয়া, তুরস্ক, চীন, তাইওয়ান থেকে উচ্চতর ডিগ্রী (এম.এসসি ও পিএইচ.ডি.) সম্পন্ন এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সর্বমোট ১২০ জন স্থায়ী শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছেন। এছাড়াও নিটার হতে ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ জন শিক্ষক উচ্চশিক্ষার জন্য বর্তমানে অধ্যয়নরত রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের অধ্যয়নের জন্য নিটারে রয়েছে প্রায় ২৫,০০০ বই সমৃদ্ধ একটি আধুনিক লাইব্রেরী। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এখানে রয়েছে ১ টি স্বতন্ত্র 'রিসার্চ এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন (আরআইআর) উইং', যার মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত বিভিন্ন ফলিত ও মৌলিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নিটার-এ ছাত্র-ছাত্রীদের অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ আধুনিক ক্লাশরুম ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি/ইকুইপমেন্ট সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরী রয়েছে। এছাড়াও তথ্য প্রযুক্তির সাথে সার্বক্ষণিক সংযুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে সমগ্র ক্যাম্পাসকে ওয়াই-ফাই জোনে পরিনত করা হয়েছে।

'টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং' বিভাগের জন্য রয়েছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ইয়ার্ন ল্যাব, উইভিং ল্যাব, নিটিং ল্যাব, ফেব্রিক ল্যাব, অ্যাপারেল ল্যাব, ওয়েট প্রসেসিং ল্যাব, গার্মেন্টস ওয়াশিং ল্যাব, টেক্সটাইল টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব। 'আইপিই' বিভাগের জন্য রয়েছে ফ্লুইড মেকানিক্স এন্ড মেশিনারি ল্যাব, থার্মোডিনামিক্স এন্ড হিট ট্রান্সফার ল্যাব, ম্যাটেরিয়ালস এন্ড মেকানিক্স ল্যাব, সিএনসি ল্যাব, ফাউন্ড্রি এন্ড কাস্টিং ল্যাব, প্রোডাক্ট ডিজাইন এন্ড আর্গনোমিক্স ল্যাব। 'এফডিএই' বিভাগের জন্য রয়েছে অত্যাধুনিক মেশিনারি ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ 'স্টেট অফ দ্য আর্ট' মানের দেশের সর্ববৃহৎ ডিজাইন স্টুডিও এবং অন্যান্য ল্যাবের মধ্যে রয়েছে ড্রয়িং এন্ড কালার ল্যাব ও প্যাটার্ন ল্যাব। নিটারে পরিচালিত এফডিএই কোর্সটি যেহেতু Textile ও Fashion Design বিষয়ের সমন্বিত একটি কোর্স তাই এই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীগণের Fashion Design এর পাশাপাশি বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে চাকুরীর সুযোগ রয়েছে। দেশের শিল্পখাতে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি অনুযায়ী অটোমেশন করার

লক্ষ্যে নিটারে 'সিএসই' বিভাগ চালু করা হয়েছে, যেখানে রয়েছে অত্যাধুনিক কম্পিউটার সমৃদ্ধ ২ টি CAD-CAM ল্যাব এবং ১ টি কমিউনিকেশন এন্ড কম্পিউটার নেটওয়ার্কস ল্যাব। এছাড়াও দেশের বস্ত্র ও সহায়ক শিল্পখাতের কারখানা সমূহে প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হওয়ায় পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী তৈরীর জন্য নিটারে 'ইইই' বিভাগ চালু করা হয়েছে। 'ইইই' বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ল্যাব সমূহের মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটস/ইলেকট্রনিক্স/ভিএলএসআই ল্যাব, পাওয়ার সিস্টেম এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব, ইলেকট্রিক্যাল মেশিন এন্ড পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স ল্যাব, কন্ট্রোল সিস্টেম এন্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন ল্যাব। সকল বিভাগ সমূহের কমন ল্যাবরেটরী হিসেবে রয়েছে রসায়ন ল্যাব, পদার্থবিদ্যা ল্যাব, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং/গ্রাফিক্স ল্যাব এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরী।

ঢাকার অদূরে সাভারের নয়ারহাট এলাকায় প্রায় ১৪ একর আয়তন বিশিষ্ট নিটারের নিজস্ব ক্যাম্পাস রয়েছে। ক্যাম্পাসে বিভিন্ন ভবনে মোট তিন লক্ষ বর্গফুট বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো রয়েছে। আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য নিটার-এ রয়েছে পৃথক ছাত্র ও ছাত্রী হোস্টেল এবং ১ টি মেডিকেল সেন্টার। ছাত্র হোস্টেলে ৪০০ জন এবং ছাত্রী হোস্টেলে ২০০ জন শিক্ষার্থীর আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও শিক্ষক-কর্মকর্তাদের জন্য ২ টি আবাসিক কোয়ার্টার রয়েছে। নিটার এর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রয়েছে ২টি প্রশস্ত খেলার মাঠ, ক্যান্টিন ও ক্যাফেটেরিয়া এবং সবুজে ঘেরা নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশ সমৃদ্ধ ক্যাম্পাস।

এ' পর্যন্ত নিটার হতে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ৫ টি ব্যাচে মোট ৫৫০ ছাত্র-ছাত্রী সফলভাবে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেছে এবং তাদের ১০০% গ্রাজুয়েট দেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা টেক্সটাইল শিল্পপ্রতিষ্ঠান, সরকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্যাডার সার্ভিস সহ সরকারী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও বিটিএমএ এর অধীনস্ত মিল সমূহে তারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাকুরীর সুযোগ পেয়ে থাকে। বর্তমানে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভিন্ন বর্ষে সর্বমোট ৮৭০ জন, আইপিই বিভাগে ২৪৭ জন এবং এফডিএই বিভাগে ৯৭ জন ছাত্র-ছাত্রী সহ সর্বমোট ১২১৪ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও বিদ্যমান একাডেমিক সুবিধার যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষ হতে নিটার-এ ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ' এর অধীনে মাস্টার্স ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু করা হয়েছে এবং 'বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ' এর অধীনে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ হতে এমবিএ ইন টেক্সটাইল এন্ড অ্যাপারেল ভ্যালু চেইন কোর্স চালু করা হয়েছে, যার ফলে বস্ত্র ও সহায়ক শিল্প প্রকৌশলীগণ নিটারে উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ করবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্যঃ **Website:** www.niter.edu.bd, **Email:** ad.niter@gmail.com
মোবাইল: ০১৭৫৫-০৬০২৭৫, ০১৮২০-০০৮৮৭৬

শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি ঢাকা শহরের প্রানকেন্দ্র মোহাম্মদপুর টাউন হল এবং চাঁদ উদ্যান হাউজিং, ০১ নং রোডে ১০ তলাবিশিষ্ট নিজস্ব আধুনিক ক্যাম্পাস সমূহে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের অধীনে ০৪ বছর মেয়াদি বি.এসসি ইন-টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমে ৪০ (চল্লিশ) টি আসন নিয়ে শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়ে বর্তমানে ১২০ (একশত বিশ) টি আসনে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা রয়েছে। **এছাড়া** শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আধুনিক ক্লাশ রুম, কম্পিউটার ল্যাবসহ অন্যান্য অনেক ল্যাব রয়েছে।

লাইব্রেরী ও ল্যাব এর একাংশ

কলেজ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ
ফোন: ০২-৯১৩৩৪৫৩ মোবাইল: ০১৭১৫-১৫২ ৭৪৭, ০১৭১৯-৭৩১৪০৭,
Website: www.stec-edu.org, E-mail-stec_ac@yahoo.com

শহিদুল চৌধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

২০১৭ সালে ফরিদপুর জেলায় শহিদুল চৌধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়ে ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ সমূহের ভর্তির মাধ্যমে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়। বিভাগসমূহ হলো (১) বি,এসসি-ইন-সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং (২) বি,এসসি-ইন-ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং।

২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত বিভাগসমূহ:

ক্র:নং	বিষয়	অনুমোদিত আসন
১	বি,এসসি-ইন-সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	৪০
২	বি,এসসি-ইন-ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	৪০

উল্লেখ্য, শহিদুল চৌধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত একমাত্র বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এছাড়া কলেজের নিজস্ব ক্যাম্পাস, ক্লাশ রুম, লাইব্রেরি, ল্যাব ইত্যাদি রয়েছে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের ফি: ভর্তি ও সেমিস্টার ফি বাবদ প্রতি সেমিস্টারে ৬০,০০০/- টাকা হিসেবে ৮ সেমিস্টারে মোট প্রতিষ্ঠানের ফি ৪,৮০,০০০/- টাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত রেজিস্ট্রেশন ফি, পরীক্ষার ফিসহ অন্যান্য ফি আলাদাভাবে প্রদান করতে হবে। তবে, মেধাবী ও গরিব শিক্ষার্থীদেরকে টিউশন ফি মওকুফ করাসহ বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি প্রদান করা হয়।

কলেজ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ
Email: sichowdhury77@yahoo.com, Web: scec.edu.bd
Cell: 01768-710255, Tel no- 0631-66686

ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ইনস্টিটিউটসমূহে বিভিন্ন বিভাগে প্রথম বর্ষ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তির জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যা

ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ইনস্টিটিউটসমূহে বিভিন্ন বিভাগে ভর্তির জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যা

কলেজের নাম	ভর্তি বিষয়	আসন সংখ্যা
ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	৬০
	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	৬০
	কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল	৬০
ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	৬০
	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	৬০
	কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল	৬০
বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	৬০
	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	৬০
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার)	বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং	২৭৫
	বি.এসসি ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং (আইপিই)	১২৫
	বি.এসসি ইন ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং	৭৫
	ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	৬০
	কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল	৬০
শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং	১২০
শহিদুল চৌধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	৪০
	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	৪০
	মোট	**১২৭৫**

আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা

১. ২০১৪ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক বা সমমান এবং ২০১৯ সালে বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের/উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক অথবা কারিগরি/এইচএসসি (ভোকেশনাল) /A-Level পাশ বা সমমানের বিদেশি ডিগ্রিধারী হতে হবে। প্রার্থীকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের গ্রেড ভিত্তিক পরীক্ষায় ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত জিপিএ-দ্বয়ের যোগফল ন্যূনতম ৬.০০ হতে হবে। তবে, প্রার্থীর উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় পদার্থ, রসায়ন ও গণিত বিষয় থাকতে হবে।

২. যে সকল প্রার্থী ২০১৪ অথবা তার পরে পাসকৃত IGCSE O-Level পরীক্ষায় অন্তত ৫টি বিষয়ে গড়ে C গ্রেড এবং ২০১৮ সনের GCE A-Level পরীক্ষায় পদার্থ, রসায়ন ও গণিত বিষয়ে C গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে (কোন বিষয়ে D গ্রেড গ্রহণযোগ্য হবে না) শুধু মাত্র ঐসকল শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষার জন্য অনলাইনে আবেদনের পূর্বেই ডিন, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের অফিসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং সমতা নিরুপণের জন্য নির্ধারিত ফি নগদ ১০০০/- টাকাসহ জমা দিতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন কর্তৃক প্রদত্ত সমতা নিরুপণের সার্টিফিকেটে উল্লেখিত Equivalence ID ব্যবহার করে সাধারণভাবে ভর্তির আবেদন করতে হবে।

প্রাথমিক আবেদনপত্র

৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ), বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ইনস্টিটিউট (১) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (২) শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং (৩) শহিদুল চৌধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-এ ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য **২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে ০৫ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত** অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

৪. অনলাইনে ভর্তির প্রাথমিক আবেদনের জন্য আবেদনকারীর করণীয়:

(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ওয়েবসাইটে (http://admission.eis.du.ac.bd) এ ভর্তির সাধারণ নির্দেশাবলী থাকবে। এই ওয়েবসাইটে আবেদনকারীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তি ইউনিট এর ভর্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকা ও ওয়েবসাইট নির্দেশিকা ভালো করে পড়তে হবে।

(খ) **প্রযুক্তি ইউনিট** এ ভর্তির আবেদন করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ওয়েবসাইট এর **"আবেদন/লগইন"** বাটনে ক্লিক করতে হবে।

(গ) **"আবেদন/লগইন"** বাটনে ক্লিক করার পর **"আবেদন/লগইন"** এর তথ্যের পাতায় আবেদনকারীর উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষার রোল নম্বর, পাসের সন ও বোর্ডের নাম এবং মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষার রোল নম্বর প্রদান করে **"অগ্রসর হোন"** বাটনে ক্লিক করতে হবে এবং পরবর্তী পাতায় আবেদনকারীর উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষার তথ্যাবলি দেখা গেলে **"নিশ্চিত করছি"** বাটন এ ক্লিক করতে হবে।

(ঘ) আবেদনকারী ইতোমধ্যে কোনো ইউনিটে আবেদন না করে থাকলে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদনকারীর নির্দিষ্ট ফরম্যাটে ছবি, ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর ও কোটার তথ্য চাওয়া হবে।

(ঙ) ছবি এবং অন্যান্য তথ্যাবলি দেয়া হলে পরবর্তী পাতায় সেগুলো নিশ্চিত করতে বলা হবে। নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারীকে বেসরকারি মালিকাধীন যে কোন মোবাইল অপারেটরের নম্বর থেকে একটি এসএমএস ১৬৩২১ নম্বরে পাঠাতে হবে। এসএমএস-টির ফরম্যাট আবেদনকারী সেই পাতায় দেখতে পাবে। এসএমএস-টি পাঠানো হলে ফিরতি এসএমএস-এ আবেদনকারী ০৭ (সাত) অক্ষরের একটি কনফার্মেশন কোড পাবে। এই কনফার্মেশন কোর্ডটি আবেদনকারী পাতার নির্ধারিত স্থানে দেয়ার পর "নিশ্চিত করছি" বাটনে ক্লিক করতে হবে।

(চ) সঠিক কনফার্মেশন কোড দেয়া হলে আবেদনের মূলপাতা দেখা যাবে। এই পাতার মাধ্যমে আবেদনকারী আবেদন করে টাকা জমার রশিদ সংগ্রহ করতে পারবে। এ জন্য "আবেদন" বাটনে ক্লিক করতে হবে।

"আবেদন" বাটনে ক্লিক করার পর বাটনটির স্থানে একটি সবুজ রঙের টিক চিহ্ন দেখা যাবে এবং টাকা জমার রশিদ (পেমেন্ট স্লিপ) এর ডাউনলোডের লিঙ্ক পাওয়া যাবে। এছাড়া পরবর্তীতে এই পাতা থেকে আবেদনকারী তার আবেদনকৃত ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ বা আসন বিন্যাস, ফলাফল ইত্যাদি জানতে পারবে।

(ছ) উপর্যুক্ত পাতা থেকে "টাকা জমার রশিদ (পেমেন্ট স্লিপ) ডাউনলোডের লিঙ্কে ক্লিক করে রশিদটি ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিতে হবে। পেমেন্ট স্লিপটির দুইটি অংশ থাকবে; উপরেরটি আবেদনকারীর অংশ এবং নিচেরটি ব্যাংকের অংশ।

(জ) টাকা জমার রশিদের তথ্যসমূহ ও আবেদনকারী ছবি সঠিক আছে কিনা যাচাই করে নিতে হবে। এরপর টাকা জমার রশিদের দুইটি অংশেই নির্ধারিত স্থানে আবেদনকারী স্বাক্ষর করে ১২ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে রশিদে উল্লেখিত পরিমাণ ৬৫০/- টাকা দেশের ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের (জনতা, সোনালী, অগ্রণী ও রুপালী) যে কোন শাখায় গিয়ে ব্যাংক চলাকালীন সময়ে জমা দিতে হবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ টাকা জমার প্রমাণস্বরুপ টাকা জমার রশিদের আবেদনকারীর অংশ কেটে আবেদনকারীকে ফেরত দিবে।

(ঝ) আবেদনকারীর ব্যাংক টাকা জমা দেওয়ার তথ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছালে ইউনিটের "পেমেন্ট" কলামে একটি সবুজ রঙের টিক চিহ্ন দেখা যাবে এবং আবেদনকারী ১৫ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ হতে ২৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত তার ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবে।

(ঞ) প্রবেশপত্রে ভর্তি পরীক্ষার Roll Number ও Serial Number থাকবে। প্রবেশপত্রের নির্দেশাবলিতে উল্লেখিত কাগজপত্র নিয়ে আবেদনকারীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে।

(ট) আবেদনকারী মাধ্যমিক/ উচ্চ মাধ্যমিকের যে কোন একটিতে বা উভয়টিতে IGCSE (GCE O-Level/A-Level অথবা সমমানের বিদেশি সার্টিফিকেটধারী হলে তাদের O-Level/A-Level অথবা বিদেশি ডিগ্রির সমতা নিরুপণ (Equivalence) করার পর সমতা নিরুপণ সনদপত্রে উল্লেখিত Equivalence ID মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক রোল নম্বরের স্থানে ব্যবহার করে যথা নিয়মে টাকা জমা দেওয়ার রশিদ সংগ্রহ করতে পারবে।

(ঠ) IGCSE (GCE O-Level/A-Level অথবা সমমানের বিদেশি সার্টিফিকেটধারী আবেদনকারীকে Equivalence করার জন্য ডিন, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের অফিসে তার গ্রেডশীট/মার্কসীটসমূহের ফটোকপিসহ আবেদন করতে হবে এবং সমতা নিরুপণ ফি প্রদান করতে হবে। সমতা নিরুপণের পর আবেদনকারীকে একটি সমতা নিরুপণ সনদপত্র প্রদান করা হবে এবং উক্ত সনদপত্রে Equivalence ID উল্লেখ থাকবে।

ভর্তি পরীক্ষা

৫. (ক) ভর্তিচ্ছু সকল প্রার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে।

(খ) ভর্তি পরীক্ষা ২৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ শুক্রবার সকাল ১০.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার সময় ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

(গ) ভর্তি পরীক্ষা এমসিকিউ (MCQ) পদ্ধতিতে হবে। মোট ১২০টি প্রশ্নের জন্য মোট নম্বর হবে ১২০।

৬. ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাংলা এবং ইংরেজী মাধ্যমে হবে; এবং প্রত্যেক প্রার্থীকে পদার্থ, রসায়ন, গণিত ও ইংরেজী বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। পদার্থ, রসায়ন ও গণিত প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩৫ নম্বর এবং ইংরেজী বিষয়ের জন্য ১৫ নম্বর।

৭. ভর্তি পরীক্ষার পাস নম্বর ৪৮। যারা ৪৮ এর কম নম্বর পাবে তাদেরকে ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে না। উল্লেখ্য, ভুল উত্তরের জন্য কোন প্রকার নম্বর কাটা যাবে না।

৮. ভর্তি পরীক্ষায় এমসিকিউ (MCQ) পদ্ধতির উত্তরপত্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরবরাহ করা হবে। প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় এমসিকিউ (MCQ) ঘর পূরণ করার উপযোগী কালো বলপেন আনতে হবে। প্রত্যেক প্রার্থীকে কেবল একটি এমসিকিউ (MCQ) উত্তরপত্র সরবরাহ করা হবে। অতএব, উত্তরপত্র পূরণ করার সময় প্রার্থীদের সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হচ্ছে এবং পূরণ করতে গিয়ে কোন ভুল-ভ্রান্তির দায়-দায়িত্ব প্রার্থীকেই বহন করতে হবে।

৯. উত্তরপত্রে Roll Number ও Serial Number লেখায় কোন ঘষামাজা থাকলে উত্তরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১০. পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে না। পরীক্ষার হলে প্রার্থীর নিকট মোবাইল ফোন, ব্লু-টুথ বা টেলিযোগাযোগ করা যায় এমন যে কোন প্রকার ডিভাইস সঙ্গে রাখা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। পরীক্ষার হলে কোন প্রার্থীর নিকট যে কোন প্রকার ইলেকট্রিক ডিভাইস পাওয়া গেলে, সে ব্যবহার করুক বা না করুক তাকে বহিস্কার করা হবে।

১১. ভর্তি পরীক্ষার বিস্তারিত আসন বিন্যাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ওয়েবসাইটে (http://admission.eis.du.ac.bd) দেখা যাবে। ভর্তি পরীক্ষার আগের দিন প্রার্থীকে Roll Number ও Serial Number অনুসারে পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থান ও সময় অবশ্যই নিজ দায়িত্বে জেনে নিতে হবে। নির্ধারিত আসনে পরীক্ষা না দিলে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে না।

মেধাস্কোর ও মেধাক্রম

১২. (ক) মোট ২০০ নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থীদের অর্জিত মেধাস্কোর ক্রমানুসারে মেধা তালিকা তৈরি করা হবে। এজন্য মাধ্যমিক/ O-Level বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত/হিসাবকৃত (৪র্থ বিষয়সহ) জিপিএ কে ০৮ গুণ, উচ্চ মাধ্যমিক/ A-Level বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত/হিসাবকৃত (৪র্থ বিষয়সহ) জিপিএ কে ১২ গুণ এবং

ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরসহ সর্বমোট ২০০ নম্বরের মধ্যে মেধাস্কোর নির্ণয় করে তার ক্রমানুসারে মেধা তালিকা তৈরি করা হবে।

(খ) মেধাস্কোর সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরি করা হবে।

(১) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোর,

(২) HSC/ সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA চতুর্থ বিষয় ব্যতিত

(২) HSC/ সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA চতুর্থ বিষয় সহ

(৩) SSC/ সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA চতুর্থ বিষয় সহ

(গ) O-Level এবং A-Level পরীক্ষায় প্রাপ্ত লেটার গ্রেডের গ্রেড পয়েন্ট নিম্নরুপ ধরে জিপিএ হিসাব করা হবে,

A=5.0 B=4.0 C=3.5 D=3.0

(ঘ) যারা ভর্তি পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকবে অথবা ৪০ এর কম নম্বর পাবে, তাদের মেধাস্কোর করা হবে না।

১৩. ফলাফল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে (http://admission.eis.du.ac.bd) পাওয়া যাবে এবং এসএমএস-এর মাধ্যমে জানা যাবে।

১৪. মেধা তালিকা প্রকাশের তারিখ থেকে পাঁচ কার্য দিবসের মধ্যে নগদ ১০০০/- টাকা নিরীক্ষা ফি অনুষদ অফিসে জমা দিয়ে ডিন, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ বরাবর আবেদন করে প্রার্থীর উত্তরপত্র নিরীক্ষা করানো যাবে। নিরীক্ষার ফলে প্রার্থীর অর্জিত নম্বরের পরিবর্তন হলে মেধা তালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দেওয়া হবে।

১৫. মেধা তালিকা প্রকাশের পর মেধক্রম ও শিক্ষার্থীদের পছন্দ অনুযায়ী বিভাগ বন্টন করা হবে। সেই অনুযায়ী HSC এবং SSC এর মূল নম্বরপত্র সংশ্লিষ্ট কলেজ/ইনস্টিটিউট অফিসে জমা দিতে হবে।

১৬. মুক্তিযোদ্ধা সন্তান (নাতি-নাতনীসহ), উপজাতি, হরিজন ও দলিত সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী (দৃষ্টি, বাক ও শ্রবণ) এবং খেলোয়াড় (শুধুমাত্র বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপি থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা) কোটায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। যারা অনলাইনে আবেদন করার সময় কোটায় টিক দিবে এবং ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, কেবল তারাই ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর পুণরায় কোটায় আবেদন করতে পারবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র ও জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপিসহ (মুক্তিযোদ্ধা যদি প্রার্থীর দাদা/নানা হয়, তাহলে প্রার্থীর বাবা/মা এর এসএসসি পাশের সনদপত্র/কাবিননামার ফটোকপি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি এবং ওয়ারিশনামাসহ আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে) আদিবাসী কোটার ক্ষেত্রে স্ব স্ব আদিবাসীর প্রধান ও জেলা প্রশাসন এর সনদপত্র, হরিজন ও দলিত সম্প্রদায় কোটার ক্ষেত্রে হরিজন ও দলিত সম্প্রদায় সংগঠন প্রধানের সনদপত্র ও আই.ডি কার্ড এর ফটোকপি এবং প্রতিবন্ধীদের (দৃষ্টি, বাক ও শ্রবণ) ক্ষেত্রে জেলা সিভিল সার্জন কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদের ফটোকপি ও আই.ডি. কার্ড এর সত্যায়িত ফটোকপি এবং খেলোয়াড় কোটার ক্ষেত্রে বিকেএসপি কর্তৃক প্রদত্ত সনদের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে। কোটার সপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র **ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ অফিস হতে নির্ধারিত আবেদনপত্র (ফি জমা সাপেক্ষে) সংগ্রহপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ জমা দিতে হবে।**

বিবিধ

১. ভর্তি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের কোন রিপোর্ট থাকলে প্রার্থীর পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে।

২. ভর্তি প্রক্রিয়ার যে কোন পর্যায় এমন কি ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরও ভর্তির জন্য প্রদত্ত তথ্যাদিতে যদি কোন ভুল ধরা পড়ে অথবা যদি দেখা যায় যে, প্রার্থীর ন্যূনতম যোগ্যতা নেই, তাহলে প্রার্থীর ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের অনুমতি, ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল এবং মনোনয়ন বাতিল করা হবে।

৩. ভর্তি সংক্রান্ত নিয়ম-নীতির যে কোন ধারা ও উপধারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন, সংযোজন ও পুনঃসংযোজনের অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

অনলাইনে ভর্তির আবেদন	:	**২২/০৯/২০১৯ থেকে ০৫/১১/২০১৯ পর্যন্ত**
ব্যাংক টাকা জমা দেওয়ার শেষ সময়	:	**০৬ নভেম্বর ২০১৯ দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত**
প্রবেশপত্র সংগ্রহের তারিখ	:	**১৫ নভেম্বর ২০১৯ হতে ২৯ নভেম্বর ২০১৯ সকাল ৯.০০ টা পর্যন্ত**
পরীক্ষার তারিখ	:	**২৯ নভেম্বর ২০১৯ সকাল ১০.০০ টা**
ফল প্রকাশ	:	**ভর্তি পরীক্ষার ০৭ দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা হবে**

ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ
উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (১০ম তলা)
মোকাররম হোসেন ভবন এলাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোনঃ ৯৬৬৭২২২ এক্সঃ ৪৩৬৬
মোবাইলঃ ০১৫১৮৩৩৩৯৯৩

ছবি ও অনলাইন আবেদন সংক্রান্ত ভুল সংশোধন করার জন্য অনলাইন ভর্তি অফিস, ২১৪ নম্বর কক্ষ, প্রশাসনিক ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।